কান্না

রতন শিকদার

লোকাল ট্রেন ছুটে চলেছে। মাঝারি রকমের ভিড়। বসবার সিট একটাও খালি নেই, অল্প কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একজন চিনাবাদামের হকার ছাড়াও অন্য জনা চারেক হকারের গলার স্বর ছাপিয়ে একটা শিশুর তীব্র চিৎকারে সব যাত্রীই সচকিত হয়ে উঠল। খানিকটা ভেতরের দিকে একজন অল্প বয়সি লোক হাতে কয়েকটা কমলালেবু নিয়ে খদ্দেরদের দেখাচ্ছে। ওর ঝুড়িটা অরবিন্দের সামনে মেঝেতে রাখা। অরবিন্দ খবরের কাগজের মধ্যে মাথা গুঁজে পাখার নিচে দাঁড়িয়েছিল। বাচচাটার কান্নায় মুখ তুলে দেখল হাত তিনেক দূরে এক অন্ধ ভিখারি দম্পতি। বাচচাটা তার মায়ের কোলে, তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদছে। তার চোখ দুটো থেকে জল গড়াচ্ছে দুগাল বেয়ে। অরবিন্দ ভাবল ও বোধ হয় কমলালেবু চেয়েছিল, ওর মা দেয়নি। তাই কান্না জুড়েছে। অরবিন্দের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। বেচারির মা-বাবা দুজনেই অন্ধ। বড় হয়ে না জানি ওর কপালে কত কষ্ট ভোগ আছে। অরবিন্দকে বেশি সময় ভাবতে হলনা। লেবুওয়ালা তার হাতের লেবুগুলো ঝুড়িতে রেখে ঝুড়িটা মাথায় তুলেতে যাবে, এসময় অরবিন্দ তাকে বলল, 'আহারে, বাচচাটা কী কাঁদছে। ওর বোধ হয় লেবু খাবার ইচছা হয়েছে, ওর মা দেয়নি। তুমি ওকে একটা লেবু দিয়ে এসো, আমি দাম দিচ্ছি।'

অরবিন্দর কথায় লেবুওয়ালা দাঁত বের করে হাসে। বলে, 'না বাবু, লেবু ও খাবে না। ওর হাতে একটা টাকা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ওর কান্না বন্ধ।'

ইতিমধ্যে অন্ধ ভিখারি দম্পতি দ্বৈতকণ্ঠে ভিক্ষা চাইতে চাইতে অরবিন্দর সামনে হাজির। অরবিন্দ লেবুওয়ালার কথা পরখ করার জন্য ঠিক নয়, ওদের প্রতি কণায় বাঁ পকেট থেকে একটা এক টাকার কয়েন বের করে বাচচাটার হাতে দিল। আশর্চ্য ব্যাপার, মুহূর্তের মধ্যে বাচচার কান্না উধাও। ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকছে। ওরা দরজার কাছে এগিয়ে গেল। অরবিন্দর মনে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব। মাত্র একটা টাকা, অথচ একটা শিশুর মুখে কেমন পরিবর্তন এনে দিল। অরবিন্দ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। স্টেশনে ট্রেন থামল। ট্রেন থেকে নামার আগের মুহূর্তে ভিখারিনী মা তার বাচচা মেয়ের হাত থেকে কয়েনটা কেড়ে নিল। তারপর ওরা ট্রেন থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল পরের বগির দিকে। বাচচাটা তারস্বরে কান্না শু করে দিয়েছে ততক্ষণ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com